বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

কৃষি মন্ত্রণালয়

সেচ ভবন, চতুর্থ তলা, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.birtan.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

কৃষি মন্ত্রণালয়

সেচ ভবন, চতুর্থ তলা, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি:

ড. মোহাম্মদ আবদুহু, অধ্যক্ষ (সভাপতি)।

মোঃ মাকছুদুল হক, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সদস্য)।

তাসনীমা মাহ্জাবীন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সদস্য)।

প্রিন্স বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সদস্য)।

সৈয়দ সাব্বির আহমেদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা (সদস্য সচিব)।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর প্রধান কার্যালয় নির্মাণকাজের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৩ আগস্ট ২০১৩ খ্রিঃ এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ও নারায়ণগঞ্জ-০২ (আড়াইহাজার) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মো: নজরুল ইসলাম বাবু।

নির্মিতব্য বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর প্রধান কার্যালয়, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। (এরিয়াল ভিউ)

সূচিপত্র

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মুখবন্ধ	
	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	
১.	এক নজরে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)	০৯
২.	কার্যাবলী	১০
৩.	অর্গানোগ্রাম	১১
৪.	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে জনবলের তথ্য	২০
৫.	অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য	২১
৬.	মানবসম্পদ উন্নয়ন	২৪
৭.	২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	৩৭
৮.	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	৩৮
৯.	উন্নয়ন প্রকল্প: বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	৩৮
১০.	'সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক প্রকল্প বারটান অংগ।	৪০
১১.	গবেষণা: ইনক্রিজিং ফুড এণ্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি এট সুনামগঞ্জ হোমস্টিড এরিয়া অব বাংলাদেশ।	৪০
১২.	২০১৮-১৯ অর্থবছরে নির্ধারিত অভীষ্ট (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি)	৪২
১৩.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের খণ্ড চিত্র	৪৩
১৪.	উপসংহার	৬৪

মুখবন্ধ

সরকারের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কৃষিবান্ধব কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। তবে, সঠিক পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে এখনো দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। সুস্থ জীবনের জন্য প্রধান শর্ত হচ্ছে সবার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান সম্পন্ন নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের ব্যবস্থা করা। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, সরকারের সপ্তম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)-তে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে পুষ্টিস্তর উন্নয়ন এবং কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)। বর্তমান সরকার কর্তৃক "বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন-২০১২" প্রণয়নের মাধ্যমে বারটান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। সুষম খাবার নির্বাচন, বয়স ও অসংক্রামক রোগ ভিত্তিক খাদ্য নির্বাচন, বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান বিষয়ে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার লক্ষ্যে বারটান খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণা পরিচালনা করছে। পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতার জন্য সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টি সংশিষ্ট মেলায় খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনসহ পুষ্টি বিষয়ক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে।

ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারে বারটান-এর প্রধান কার্যালয় এবং ০৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের দুই তৃতীয়াংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বারটান-এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এর লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের আঞ্চলিক কার্যালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। আমরা আশা পোষণ করি বারটান খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জায়গা করে নেবে।

বারটান-এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্পাদিত সার্বিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ এ বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। বারটান-এর অগ্রগতির তথ্য জানতে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রতিবেদনটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার বিপরীতে আবাদযোগ্য কৃষি জমি প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগানের চ্যালেঞ্জ ক্রমশ: নতুন মাত্রা পাচ্ছে, এবং এর প্রেক্ষিতে জনগণের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে। বারটান জনগণের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ সুষম ও নিরাপদ খাদ্যগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিনিয়ত জনসাধারণকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে।

বারটান-এর মূল লক্ষ্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা। ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় নির্মিতব্য বারটান-এর প্রধান কার্যালয় এবং বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা ও রংপুর জেলায় নির্মিতব্য আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ ৬৩ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে। গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাক-সবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি মাসে ০২টি করে মোট ২৫টি কথিকা সম্প্রচার করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে বারটান হতে ২৮০টি ব্যাচে ৮৩৯৬ জনকে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয় যাতে ৪৫ ব্যাচে ৪৫০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

বারটানের গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২৫৭ (দুইশত সাতান্ন) টি পদ সৃজন করা হয়েছে। সৃজনকৃত পদ হতে ১ম ধাপে মোট ১২৭ (একশত সাতাশ)টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়া যায়। ছাড়পত্র মোতাবেক একজন পরিচালক (যুগ্মসচিব), একজন অধ্যক্ষ ও একজন ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষককে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৭৮টি পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ৬২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, অবশিষ্ট ২০নং গ্রেডের ৪৭টি পদে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। নবনিযুক্ত ১০ জন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ১৩ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি থেকে ০১ মাস ব্যাপী ইনডাকশন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বারটান-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

www.birtan.gov.bd

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন তথা নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকল্পে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি গবেষণাকে অধিকতর গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার নিমিত্ত যথাযথ প্রক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২' পাশ হয় এবং ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। উক্ত আইনের ০৮ ধারা মোতাবেক বারটানের কার্যপরিধি সুসংহত ও জোরদার করা হয়।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে "ফলিত পুষ্টি প্রকল্প" হিসেবে কাজ শুরু করেন। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা নিরসন। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদানে বাস্তবায়িত এটিই ছিল দেশে পুষ্টি সংক্রান্ত প্রথম প্রকল্প। উক্ত ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ "ফলিত পুষ্টি" প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয় যা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮০ সাল হতে জুন/১৯৯৩ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে এডিপি এর একটি প্রকল্প হিসেবে ০১ বছর চলার পর আইএমইডি'র সুপারিশ মোতাবেক জুলাই ১৯৯৪ সাল থেকে 'বারটান' একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

- **পুষ্টি সমস্যা নিরসন:** খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সস্তা অথচ পুষ্টিমানে সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ, স্বল্প মূল্যে সুষম খাবার নির্বাচন, বয়স ও রোগভিত্তিক খাদ্য নির্বাচন, বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান বিষয়ে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

- **দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন:** খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে মানব সম্পদ উন্নয়নপূর্বক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

- **বেকার সমস্যা সমাধান:** প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজেদের বসত ভিটা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুর ডোবায় যথাক্রমে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ শাক-সবজি, ফল মূল এবং দ্রুত বর্ধনশীল মাছ চাষ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও বেকার সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।

- **উদ্যোক্তা সৃজন:** পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারিবারিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প গড়ে তুলে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা সৃজন করা।

কার্যাবলী

(ক) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(খ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যান্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ;

(গ) খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা ;

(ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঙ) খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

(চ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলা ভিত্তিক বা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়;

(ছ) খাদ্যচক্রে (Food Chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(জ) বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ কৃষি মেলা, বিশ্বখাদ্য দিবস, পুষ্টি সপ্তাহ, প্রাণিসম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঝ) অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঞ) ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন;

(ট) বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের কারিকুলামে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক পাঠসমূহ যথাযথ অন্তর্ভুক্ত বা হালনাগাদকরণ, পাঠ প্রণয়ন এবং প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

(ঠ) প্রাকৃতিক কিংবা অন্য যে কোন কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিলে আপদকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান;

(ড) পুষ্টি অবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(ঢ) ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রদান; এবং

(ণ) সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন;

বারটানের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের যৌথ কার্যক্রম

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের জন্য বারটান নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের** অধীনে বিভিন্ন স্কুল/মাদ্রাসার শিক্ষকদের ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্তরে এবং কৃষি কোর্স কারিকুলামে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত/হালনাগাদকরণ কার্যক্রম চলমান আছে।
- **ধর্ম মন্ত্রণালয়ের** অধীনে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিতদের ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- **তথ্য মন্ত্রণালয়ের** অধীনে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, রন্ধন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে কথিকা সম্প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে।
- **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর** সাথে যৌথ উদ্যোগে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- **বিভিন্ন বেসরকারি** প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

অর্গানোগ্রাম

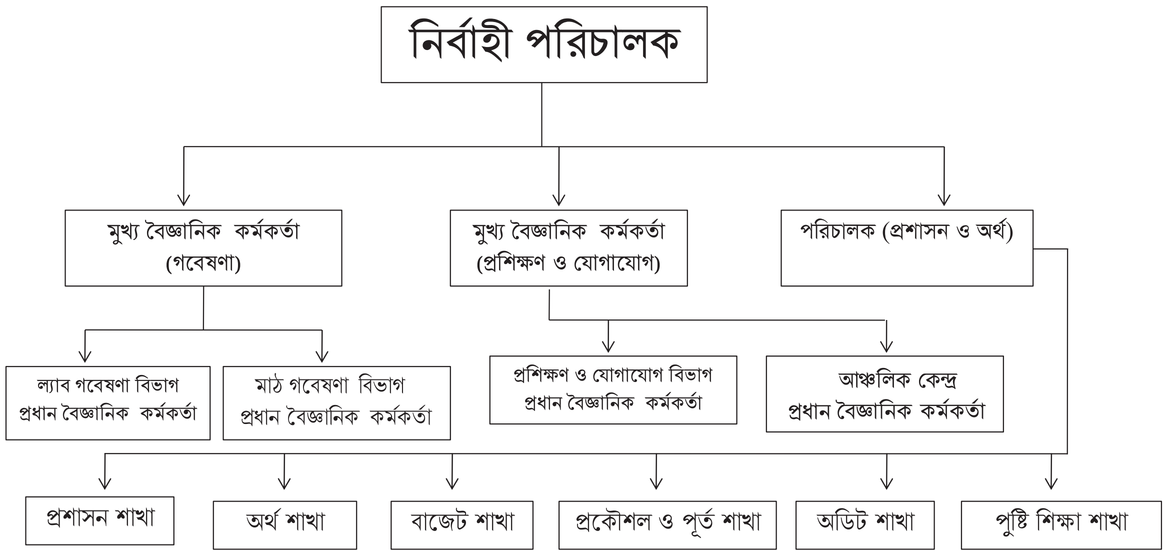
নির্বাহী পরিচালক
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গবেষণা)
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ল্যাব গবেষণা বিভাগ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাঠ গবেষণা বিভাগ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
প্রশাসন শাখা
অর্থ শাখা
বাজেট শাখা
প্রকৌশল ও পূর্ত শাখা
অডিট শাখা
পুষ্টি শিক্ষা শাখা

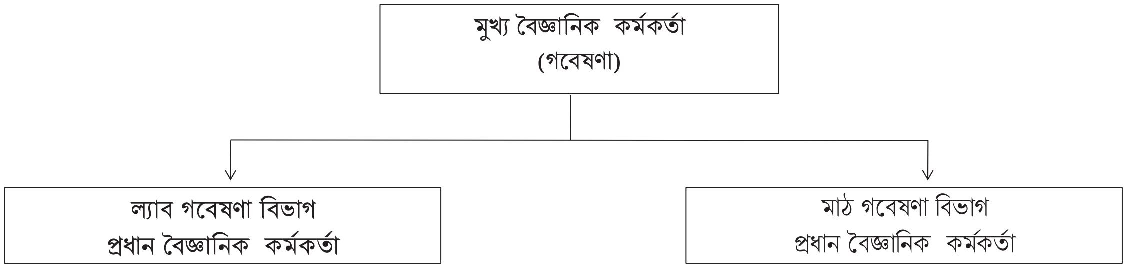
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গবেষণা)
ল্যাব গবেষণা বিভাগ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মাঠ গবেষণা বিভাগ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ল্যাব গবেষণা বিভাগ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

পুষ্টি বিশ্লেষণ শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
ল্যাব সহকারী	১৬	৪
মোট		৯

ডায়েট প্রমিতকরণ শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
ল্যাব সহকারী	১৬	৪
মোট		৯

ফুড প্রসেসিং ও প্রিজারভেশন শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
ল্যাব সহকারী	১৬	৪
মোট		৯

ফুড হাইজিন ও কোয়ালিটি শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
ল্যাব সহকারী	১৬	৪
মোট		৯

পুষ্টি বিশ্লেষণ শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
ল্যাব সহকারী	১৬	৪
মোট		৯

পুষ্টি বিশ্লেষণ শাখা এর কাজঃ

- দানাদার জাতীয় খাদ্য, শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধসহ অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ/নিরূপন বা হালনাগাদকরণ
- প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকার **Ingredient** এর পুষ্টিমান নিরূপন।
- বিভিন্ন রোগের খাদ্য তালিকার **Ingredient** এর পুষ্টিমান নিরূপন।
- বিভিন্ন বয়সের সুষম খাদ্যের **Ingredient** এর পুষ্টিমান নিরূপন।

ফুড প্রসেসিং ও প্রিজারভেশন শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
ল্যাব সহকারী	১৬	৪
মোট		৯

ফুড প্রসেসিং ও প্রিজারভেশন শাখা এর কাজঃ

- খাদ্য শস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা।
- শাক-সবজি ও ফলমূলসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর বহুমূখী ব্যবহারের উপর গবেষণা।
- কোন কোন পদ্ধতিতে খাদ্য সংগ্রহ মজুত ও প্রক্রিয়াজাত করলে পুষ্টি গুণাগুণ বৃদ্ধি পায় তার উপর গবেষণা করা।

মাঠ গবেষণা বিভাগ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ঔষধি উদ্ভিদ শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

মৎস্য শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

খাদ্য শস্য শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

প্রাণিসম্পদ শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

ঔষধি উদ্ভিদ শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

ঔষধি উদ্ভিদ শাখা এর কাজঃ

- ঔষধি উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রোগপ্রতিরোধে ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা করা। যেমনঃ- রোগপ্রতিরোধে মাশরুমের ব্যবহার।
- স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কর্ম বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে বিভিন্ন ঔষধি গাছের (গাছ, পাতা, ছাল, ফুল, ফলমূল ইত্যাদি) গুনাগুন বিশ্লেষণ করা ও রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা করা।
- বিভিন্ন গাছের ঔষধি গুনাগুন আছে কিনা, তা নিয়ে গবেষণা করা।

খাদ্য শস্য শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

খাদ্য শস্য শাখা এর কাজঃ

- স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কর্ম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন বিভিন্ন ফসল, শাক-সবজি, ফলের উন্নত জাত উদ্ভাবন করা
- Bio-fortification (জিঙ্ক, ভিটামিন-এ) এর মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান সংযোজন/বৃদ্ধি করা
- খাদ্য সামগ্রীর আধুনিক ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা।
- Good Agriculture Practice (GAP) অনুসরণপূর্বক খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করা
- অপ্রচলিত অথচ পুষ্টিতে ভরপুর শাক-সবজি, ফলমূল বিষয়ে গবেষণা করা।
- শস্য বহুমুখীকরণের উৎপাদন কৌশল বের করার জন্য গবেষণা করা।
- বছর ব্যাপী বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী (যেমনঃ গ্রীষ্মকালীন টমেটো, লাউ ইত্যাদি) উৎপাদনের জাত ও উৎপাদন পদ্ধতি আবিস্কার করা।
- অল্প সময়ে অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ শাক-সবজিসহ (২০ দিনে পুষ্টি সমৃদ্ধ শাক উৎপাদন) অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনের উপর গবেষণা করা।
- বেড পদ্ধতিতে বছর ব্যাপী পরিকল্পিতভাবে অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ শাক-সবজি উৎপাদনের মডেল বিষয়ে গবেষণা করা।

মৎস্য শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

মৎস্য শাখা এর কাজ ঃ

- স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কর্ম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুকুর, মিনি পুকুর উন্মুক্ত জলাশয়, প্লাবন ভূমি, বিল ও হাওড় এলাকায় উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- মাছের পুষ্টিমান বজায় রেখে ধৌতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্থায়িত্বকাল ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষে প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করা।
- মাছের রোগ নিরাময়ে গবেষণা করা।
- মাছের পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের উপর গবেষণা করা।

প্রাণিসম্পদ শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

প্রাণিসম্পদ শাখা এর কাজ

- স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কর্ম বাস্তবায়নের মাধ্যমে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী পালনের উপর গবেষণা করা।
- গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী মাংসের পুষ্টিমান বজায় রেখে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করা।
- গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগীর রোগ বালাই দমন এর উপর গবেষণা করা।
- গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের উপর গবেষণা করা।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
(প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)

প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

প্রশিক্ষণ শাখা

	গ্রেড	অনঃ
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা, জরিপ মূল্যায়ন শাখা

	গ্রেড	অনঃ
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
পরিসংখ্যান সহকারী	১০	২
মোট		৫

প্রকাশনা ও লাইব্রেরী শাখা

	গ্রেড	অনঃ
লাইব্রেরীয়ান	৯	১
গ্রন্থাগার সহকারী	১০	২
ফটোগ্রাফার	১৪	১
অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী	১৪	১
মোট		৫

আই সি টি শাখা

	গ্রেড	অনঃ
প্রোগ্রামার	৬	১
সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১
ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৪	২
মোট		৪

প্রশিক্ষণ শাখা		
	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
মোট		৫

প্রশিক্ষণ শাখা এর কাজঃ

- বারটানের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে গবেষণার সুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা।
- খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা।
- খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্স প্রদান করা।

আই সি টি শাখা		
	গ্রেড	অনঃ
প্রোগ্রামার	৬	১
সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১
ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৪	২
মোট		৪

আই সি টি শাখা এর কাজঃ

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের যেকোন অঞ্চলের জনগণের সাথে অনলাইনে পুষ্টি সংক্রান্ত যেমন খাদ্যভ্যাস পরিবর্তন, সুষম খাবার গ্রহন, বয়স ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণের মাত্রা, গর্ভবতী ও প্রসূতি অবস্থায় খাদ্য গ্রহণের মাত্রা, বিভিন্ন রোগের খাদ্য গ্রহণের মাত্রা সম্পর্কে ধারণ ও জ্ঞান প্রদান করা।

আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

আঞ্চলিক কেন্দ্র নোয়াখালী

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
হিসাব রক্ষক	১২	১
অফিস সহকারী কাম		
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৪	১
মাঠ সহকারী	১৬	৩
গাড়ী চালক	১৬	১
অফিস সহায়ক	২০	২
নিরাপত্তা প্রহরী	২০	২
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	১
মোট		১৬

আঞ্চলিক কেন্দ্র নেত্রকোনা

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
হিসাব রক্ষক	১২	১
অফিস সহকারী কাম		
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৪	১
মাঠ সহকারী	১৬	৩
গাড়ী চালক	১৬	১
অফিস সহায়ক	২০	২
নিরাপত্তা প্রহরী	২০	২
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	১
মোট		১৬

আঞ্চলিক কেন্দ্র রংপুর

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
হিসাব রক্ষক	১২	১
অফিস সহকারী কাম		
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৪	১
মাঠ সহকারী	১৬	৩
গাড়ী চালক	১৬	১
অফিস সহায়ক	২০	২
নিরাপত্তা প্রহরী	২০	২
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	১
মোট		১৬

আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

আঞ্চলিক কেন্দ্র সিরাজগঞ্জ

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
হিসাব রক্ষক	১২	১
অফিস সহকারী কাম		
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৪	১
মাঠ সহকারী	১৬	৩
গাড়ী চালক	১৬	১
অফিস সহায়ক	২০	২
নিরাপত্তা প্রহরী	২০	২
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	১
মোট		১৬

আঞ্চলিক কেন্দ্র সুনামগঞ্জ

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
হিসাব রক্ষক	১২	১
অফিস সহকারী কাম		
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৪	১
মাঠ সহকারী	১৬	৩
গাড়ী চালক	১৬	১
অফিস সহায়ক	২০	২
নিরাপত্তা প্রহরী	২০	২
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	১
মোট		১৬

আঞ্চলিক কেন্দ্র বরিশাল

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
হিসাব রক্ষক	১২	১
অফিস সহকারী কাম		
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৪	১
মাঠ সহকারী	১৬	৩
গাড়ী চালক	১৬	১
অফিস সহায়ক	২০	২
নিরাপত্তা প্রহরী	২০	২
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	১
মোট		১৬

আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

↓

আঞ্চলিক কেন্দ্র ঝিনাইদহ

	গ্রেড	অনঃ
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	২
সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	২
হিসাব রক্ষক	১২	১
অফিস সহকারী কাম		
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৪	১
মাঠ সহকারী	১৬	৩
গাড়ী চালক	১৬	১
অফিস সহায়ক	২০	২
নিরাপত্তা প্রহরী	২০	২
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	১
মোট		১৬

আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহের কাজ ঃ

- তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে ৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের পুষ্টির অবস্থা নিরূপন
- নিউট্রিশন ম্যাপিং, পুষ্টি সমস্যা চিহ্নিতকরন ও দূরীকরণের উপায়ের উপর গবেষণা।
- পুষ্টি সমস্যার কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ।
- অঞ্চল ভিত্তিক পুষ্টি সমস্যা সমাধানের পন্থা বের করা।
- খাদ্য বৈচিত্র অর্জনের জন্য বসতবাড়ীতে শাক-সবজি, ফল-মূলের বাগান, সীমিত আকারে, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন এবং দ্রুত বর্ধনশীল মৎস্য চাষ করার উদ্যোগ নিতে মানুষকে উৎসাহিত করা।

Research এর ফলাফল/প্রভাব

- দেশের জনগণের মধ্যে সুষম খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস গড়ে উঠবে।
- পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল, সবজি, গবাদি পশু ও মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- দেশের জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ঘটবে।
- দেশের দারিদ্র বিমোচনে এবং বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।
- মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগসহ নারীর ক্ষমতায়ন হবে।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হবে।

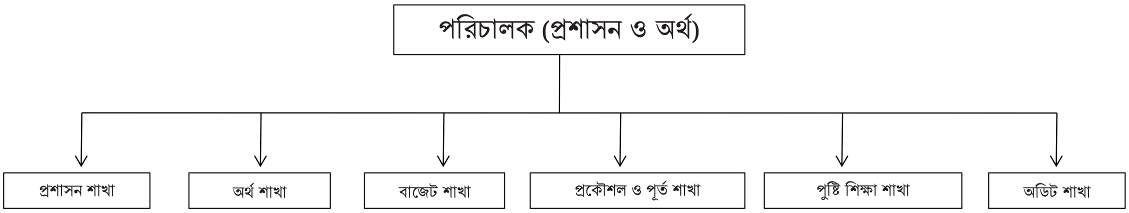

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

প্রশাসন শাখা

	গ্রেড	অনঃ
উপ-পরিচালক	৫	১
সিনিয়র সহকারী পরিচালক	৬	২
জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯	১
অফিস সহকারী কাম		
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৪	১
ভান্ডার রক্ষক	১৪	১
গাড়ী চালক	১৬	১
অফিস সহায়ক	২০	২
নিরাপত্তা প্রহরী	২০	৪
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	৪
মালি	২০	২
মোট		১৮

অর্থ শাখা

	গ্রেড	অনঃ
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হিসাব)	৬	১
সহকারী পরিচালক (হিসাব)	৯	১
সিনিয়র হিসাব রক্ষক	১০	১
হিসাব রক্ষক	১২	১
ক্যাশিয়ার	১৬	১
অফিস সহায়ক	২০	১
মোট		৬

বাজেট শাখা

	গ্রেড	অনঃ
সহকারী পরিচালক (বাজেট)	৯	১
হিসাব রক্ষক	১২	১
মোট		৬

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

প্রকৌশল ও পূর্ত শাখা

	গ্রেড	অনঃ
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৯	১
সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	৯	১
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১০	১
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকঃ)	১০	১
টেকনিশিয়ান	১৬	২
ইলেক্ট্রিশিয়ান	১৬	১
মোট		৭

অডিট শাখা

	গ্রেড	অনঃ
সহকারী পরিচালক (অডিট)	৪	১
অডিটর	১৪	১
মোট	২	

পুষ্টি শিক্ষা শাখা

	গ্রেড	অনঃ
অধ্যক্ষ	৪	১
উর্দ্ধতন প্রশিক্ষক	৬	২
প্রশিক্ষক	৯	৪
সহকারী প্রশিক্ষক	১০	২
বাবুর্চি	১৯	১
অফিস সহায়ক	২০	২
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	১
মোট		১৩

পুষ্টি শিক্ষা শাখা

	গ্রেড	অনঃ
অধ্যক্ষ	৪	১
উর্দ্ধতন প্রশিক্ষক	৬	২
প্রশিক্ষক	৯	৪
সহকারী প্রশিক্ষক	১০	২
বাবুর্চি	১৯	১
অফিস সহায়ক	২০	২
পরিচ্ছন্ন কর্মী	২০	১
মোট		১৩

পুষ্টি শিক্ষা শাখা এর কাজঃ

- ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন করা।
- ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ৩ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স বাস্তবায়ন করা।
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষায় পুষ্টি বিষয়সমূহ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত, সংযোজন এবং হালনাগাদকরণ।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এ কর্মরত কর্মচারীদের গ্রেডভিত্তিক হালনাগাদ তালিকা

ক্রমি নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত গ্রেডভিত্তিক অনুমোদিত পদ	গ্রেডভিত্তিক বিদ্যমান জনবল	গ্রেডভিত্তিক শূণ্যপদ	
১.	গ্রেড ১	০	০	০	
২.	গ্রেড ২	০	০	০	
৩.	গ্রেড ৩	১	১	০	
৪.	গ্রেড ৪	৩	১	২	
৫.	গ্রেড ৫	৬	১	৫	
৬.	গ্রেড ৬	২২	১৪	৮	
৭.	গ্রেড ৭	০	০	০	
৮.	গ্রেড ৮	০	০	০	
৯.	গ্রেড ৯	৪৫	১৪	৩১	
১০.	গ্রেড ১০	৩৮	১৪	২৪	
১১.	গ্রেড ১১	০	০	০	
১২.	গ্রেড ১২	১	০	১	
১৩.	গ্রেড ১৩	০	০	০	
১৪.	গ্রেড ১৪	১৬	৪	১২	
১৫.	গ্রেড ১৫	০	০	০	
১৬.	গ্রেড ১৬	৬১	১৮	৪৩	
১৭.	গ্রেড ১৭	১	১	০	
১৮.	গ্রেড ১৮	০	০	০	
১৯.	গ্রেড ১৯	০	০	০	
২০.	গ্রেড ২০	৬৩	৩	৬০	
মোটঃ		২৫৭	৭১	১৮৬	

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে
কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পদোন্নতি/প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে একজন পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) একজন অধ্যক্ষ ও একজন উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক-কে প্রেষণে এবং বিভিন্ন পদে ৫৮ জনকে (৬-১৭ গ্রেড) নিয়োগ এবং ০২ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পাশাপাশি দাপ্তরিক বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের জন্য ০১-১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বারটান প্রধান কার্যালয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণে নবনিযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর গঠন, কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়, বারটান আইন ২০১২ ও প্রবিধানমালা ২০১৬ সম্পর্কে পৃথক ক্লাস পরিচালনা করা হয়। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সুগার ফুড এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, গম গবেষণা ইনস্টিটিউট) সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। এই দপ্তর ও সংস্থাগুলোর পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইংয়ের কার্যক্রম এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি প্রশিক্ষণে প্রদান করা হয়। দপ্তর পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রস্তুতের লক্ষ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা, নথি লিখন, নথির শ্রেণিবিভাগ, পত্র তৈরি ও জারি, ছুটি বিধি, শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি, বাজেট, আর্থিক বিধি, পিপিআর, ই-নথি, তথ্য অধিকার আইন ও সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া সরকারের চলমান বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র, ইনোভেশন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন এর বিষয়ে ক্লাস পরিচালনা করা হয়।

রিসোর্স পারসন হিসেবে সংশিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তথ্যাদি প্রশিক্ষণে উপস্থাপন করেন।

বারটান-এর নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন বারটান-এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক মো: মোশারফ হোসেন।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী
১.	জনাব মোঃ মাকছুদুল হক	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
২.	জনাব তাসনীমা মাহ্‌জাবীন	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৩.	জনাব ফারজানা রহমান ভূঞা	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৪.	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৫.	ড. মোঃ ছাদেকুল ইসলাম	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৬.	ড. মোঃ আঃ মজিদ	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৭.	ড. মোঃ জহির উলাহ	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৮.	জনাব মোঃ নুর আলম সিদ্দিকী	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৯.	ড. মোঃ জামাল হোসেন	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১০.	ড. মোসাঃ আলতাফ-উন-নাহার	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১১.	জনাব মোঃ মারুফুর রহমান	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১২.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১৩.	জনাব মোঃ সামসুজ্জোহা	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১৪.	জনাব মোরসালীন জেবীন তুরিন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১৫.	জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১৬.	জনাব ফারজানা ছিমি	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১৭.	জনাব সোনিয়া সারমিন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১৮.	জনাব মোঃ মুশফিকুছ সালেহীন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
১৯.	জনাব গোলাম ছগির আহাম্মদ	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
২০.	জনাব ইলোরা পারভীন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
২১.	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
২২.	জনাব প্রিন্স বিশ্বাস	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
২৩.	জনাব রওনক জান্নাত জেনী	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
২৪.	সৈয়দ সাব্বির আহমেদ	জনসংযোগ কর্মকর্তা
২৫.	জনাব মোঃ আঃ গাফ্‌ফার	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
২৬.	জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)
২৭.	শ্রী কৃষ্ণ কুমার মন্ডল	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
২৮.	জনাব মোঃ কাওসার আহমেদ	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
২৯.	জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৩০.	জনাব মোঃ নূরুন নবী	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ক্র. নং	নাম	পদবী
৩১.	জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৩২.	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৩৩.	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৩৪.	তানভির আহমেদ	লাইব্রেরিয়ান
৩৫.	জনাব অলিউলাহ আল নোমান	মাঠ সহকারী
৩৬.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী সরদার	মাঠ সহকারী
৩৭.	জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম	মাঠ সহকারী
৩৮.	সীমা	মাঠ সহকারী
৩৯.	জনাব আবদুল মোহাইমিন	হিসাব রক্ষক
৪০.	জনাব মোছাঃ শাহিদা খাতুন	হিসাব রক্ষক
৪১.	জনাব শফিকুল ইসলাম	অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী
৪২.	জনাব আবু খলিফা	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
৪৩.	জনাব মোঃ সাদ্দাম হোসেন	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
৪৪.	জনাব মোঃ মনতাজুল ইসলাম	ভান্ডার রক্ষক
৪৫.	জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান	ইলেক্ট্রিশিয়ান
৪৬.	জনাব মোঃ জজ মিয়া	গাড়ী চালক
৪৭.	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	গাড়ী চালক
৪৮.	জনাব মোঃ কাউছার মিয়া	গাড়ী চালক
৪৯.	জনাব মোঃ জাকেরুল ইসলাম	গাড়ীচালক
৫০.	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	গাড়ীচালক
৫১.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	গাড়ীচালক
৫২.	জনাব মোঃ বিপ্লব হোসেন	গাড়ীচালক
৫৩.	জনাব সুফিয়া খাতুন	গাড়ীচালক

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১.	গ্রেড ১-৯	২৬	০	২৬	০	৫২	-
২.	গ্রেড ১০	১	০	১২	০	১৩	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	০	০	১৩	০	১৩	-
	মোটঃ	২৭	০	৫১	০	৭৮	-

ছকঃ-২ (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১.	গ্রেড ১-৯	০	০	১	১	-
২.	গ্রেড ১০	০	০	১	১	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	০	০	০	০	-
	মোটঃ	০	০	২	২	-

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এ ০১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে নতুন কর্মকর্তাগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)-তে ২২ এপ্রিল-২১ মে, ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী ইনডাকশন ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক, প্রশাসনিক, আর্থিক বিষয়াদি ছাড়াও পুষ্টি ও কৃষি বিষয়ক তাত্ত্বিক বিষয়াদি আলোচনা করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ভবনে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ইনডাকশন ট্রেনিং ২১ মে ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয়। সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বারটান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। আরও উপস্থিত ছিলেন বারটান এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) কাজী আবুল কালাম। সমাপনী দিবসে নাটা'র মহাপরিচালক মুন্সী মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ সহ নাটা'র ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ দিবসে বারটান-এর প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তায় নাটা'য় বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

প্রশিক্ষণের সমাপনী দিবসে প্রশিক্ষণার্থীসহ অন্যান্য অতিথিগণ

প্রশিক্ষণার্থীদের সংগে নাটায় বৃক্ষ রোপণ করছেন বারটান-এর নির্বাহী পরিচালক এবং নাটা'র মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) থেকে ইনডাকশন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী নবনিযুক্ত ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের নামের তালিকা:

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রতিষ্ঠান	তারিখ	দিন
০১	জনাব মোঃ মাকছুদুল হক	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	নাটা	২২এপ্রিল-২১ মে	৩০
০২	জনাব তাসনীমা মাহ্‌জাবীন	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
০৩	জনাব ফারজানা রহমান ভূঞা	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
০৪	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
০৫	জনাব ড. মোঃ ছাদেকুল ইসলাম	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
০৬	জনাব ড. মোঃ আঃ মজিদ	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
০৭	জনাব ড. মোঃ জহির উল্লাহ	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
০৮	জনাব ড. মোঃ জামাল হোসেন	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
০৯	জনাব মোঃ নুর আলম সিদ্দিকী	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১০	জনাব ড. মোসাঃ আলতাফ-উন-নাহার	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১১	জনাব মোঃ মারুফুর রহমান	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১২	জনাব গোলাম ছগির আহাম্মদ	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১৩	জনাব ইলোরা পারভীন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১৪	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১৫	জনাব প্রিন্স বিশ্বাস	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১৬	জনাব রওনক জান্নাত জেনী	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১৭	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১৮	জনাব মোঃ সামসুজ্জোহা	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১৯	জনাব মোরসালীন জেবীন তুরিন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
২০	জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
২১	জনাব ফারজানা ছিমি	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
২২	জনাব সোনিয়া সারমিন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
২৩	জনাব মোঃ মুশফিকুছ সালেহীন	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রতিষ্ঠান	তারিখ	দিন
০১	জনাব মোঃ মাহফুজের রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	কৃষি মন্ত্রণালয় অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা সমূহের মামলা সংক্রান্ত ও তথ্য অধিকার আইন, এসডিজি, এনআইএস ও এপিএ বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	নাটা	২৭-২৮ জানুয়ারি, ২০১৮	০২
০২	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চঃ.দাঃ)				
০৩	জনাব ড. মোহাম্মদ আবদুহু	অধ্যক্ষ, বারটান	Training Need Assesmenঃ শীর্ষক কর্মশালা	নাটা	০৮ মে, ২০১৮	০১
০৪	জনাব মোঃ কাওসার আহমেদ	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্ভাবনা এবং ব্যান্সডকের তথ্যসেবা।	ব্যান্সডক	২৬ এপ্রিল, ২০১৮	০১
০৫	জনাব মোঃ তানভীর আহমেদ	লাইব্রেরিয়ান				
০৬	জনাব ড. মোহাম্মদ আবদুহু	অধ্যক্ষ	Phytosanitary Measures and Food Safety Issues	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)	০৯ মে, ২০১৮	০১
০৭	জনাব জ্যোতিলাল বড়ুয়া	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
০৮	জনাব মাকছুদুল হক	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএসএস) বিষয়ক সফটওয়্যার পরিচালনা প্রশিক্ষণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০৭ জুন, ২০১৮	০১
০৯	জনাব গোলাম ছগির আহাম্মদ	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১০	জনাব মারুফুর রহমান	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ToT on Teaching Methods and Techniques	নাটা	০৩-০৭ জুন, ২০১৮	০৫
১১	জনাব কাজী আবুল কালাম	পরিচালক, যুগ্ম সচিব	ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১ বিষয়ক কর্মশালা	একসেস টু ইনফরমেশন এটুআই (a2i)	১০-১২ জুন, ২০১৮	০৩
১২	জনাব প্রিন্স বিশ্বাস	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১৩	জনাব কাওসার আহমেদ	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা				
১৪	জনাব এএইচএম জালাল উদ্দিন আকবর	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ToT on Teaching Methods and Techniques	নাটা	১৭-২১ ডিসেম্বর, ২০১৭	০৫
১৫	জনাব শ্রী কৃষ্ণ কুমার মন্ডল	সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ই-নথি	এটুআই	২৩-২৪ মে, ২০১৮	০১

খাদ্য ভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) ফলিত পুষ্টি বিষয়ে রাজস্ব খাত, সমন্বিত বারটান এ অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) এর আওতায় খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বেতার, শিক্ষা বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) Collaboration-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে বাস্তবায়ন করে থাকে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ২৮০টি ব্যাচে ৮৩৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধি, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পুরোহিত, স্থানীয় সমাজ কর্মী, ইমাম, এনজিও প্রতিনিধি ও কিষান-কিষানী অংশগ্রহণ করেন।

অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা-এর কার্যালয়ে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

নিম্নবর্ণিত ছকের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরের (২০১৭-১৮) প্রশিক্ষণের তথ্য তুলে ধরা হলঃ

বারটান-এর রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		মোট
অংশগ্রহণকারী	**ব্যাচ সংখ্যা**	**পুরুষ**	**নারী**	
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/শিক্ষক, ইমাম এনজিও কর্মী ও অন্যান্য	৬৭	১২৮৭	৭২৩	২০১০
কিষাণ/কিষাণী	৬৭	১২০০	৮১০	২০১০
সর্বমোট	১৩৪	২৪৮৭	১৫৩৩	৪০২০

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বারটান কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় সর্বমোট ১৩৪ ব্যাচে ৪ হাজার ২০ জন-কে খাদ্য ভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২ হাজার ৪শ ৮৭ জন পুরুষ এবং ১ হাজার ৫শ ৩৩ জন নারী। এর মধ্যে ৬৭ ব্যাচে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/শিক্ষক,ইমাম, এনজিও কর্মী ও অন্যান্যদের ২হাজার ১০ জন-কে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ১ হাজার ২শ ৮৭ জন পুরুষ এবং ৭২৩ জন নারী। কিষান/কিষানীদের ৬৭ ব্যাচে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে ২ হাজার ১০ জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ২ হাজার ৪শ ৮৭ জন পুরুষ এবং ১৫৩৩ জন নারী।

খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অঙ্গ)		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		মোট
অংশগ্রহণকারী	ব্যাচ সংখ্যা	পুরুষ	নারী	
বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা	০৩	৫৪	৩২	৮৬
উপ -সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/স্কুল শিক্ষক/এন.জি.ও কর্মী /ইমাম	৪৫	৭৩৮	৬১২	১৩৫০
কিষাণ/কিষাণী	৫০	৮৮৯	৬১১	১৫০০
সর্বমোট	৯৮	১৬৮১	১২৫৫	২৯৩৬

খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বারটান-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চঃ.দাঃ) জনাব জ্যোতি লাল বড়ুয়া।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প-বারটান অংগ- এর আওতায় সর্বমোট ৯৮ ব্যাচে সর্বমোট ২ হাজার ৯শ ৩৬ জন-কে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ১ হাজার ৬শ ৮১ জন পুরুষ এবং ১ হাজার ২শ ৫৫ জন নারী।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত ০৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখছেন বারটান-এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন।

০৩ ব্যাচে বিসিএস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (Training of Trainers-ToT) পরিচালনা করা হয় যার মধ্যে ৫৪ জন পুরুষ এবং ৩২ জন নারী। ৪৫ ব্যাচে মোট ১ হাজার ৩শ ৫০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/স্কুল শিক্ষক/এন.জি.ও কর্মী /ইমাম-কে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭শ ৩৮ জন পুরুষ এবং ৬শ ১২ জন নারী। এছাড়া ৫০ ব্যাচে ১ হাজার ৫শ কিষান/কিষানী-কে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮শ ৮৯ জন পুরুষ এবং ৬শ ১১ জন নারী।

বারটান -এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		মোট
অংশগ্রহণকারী	ব্যাচ সংখ্যা	পুরুষ	নারী	
উপ -সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/স্কুল শিক্ষক/এন.জি.ও কর্মী /ইমাম	২৪	৫১৮	২০২	৭২০
কিষাণ/কিষাণী	২৪	৪১৩	৩০৭	৭২০
সর্বমোট	৪৮	৯৩১	৫০৯	১৪৪০

বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৮ ব্যাচে ১ হাজার ৪শ ৪০ জন-কে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯শ ৩১ জন পুরুষ ও ৫০৯ জন নারী। ২৪ ব্যাচে ৭শ ২০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/স্কুল শিক্ষক/এন.জি.ও কর্মী/ইমাম-কে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫শ ১৮ জন পুরুষ এবং ২০২ জন নারী। আরো ২৪ ব্যাচে ৭২০ জন কিষান/কিষানী-কে খাদ্য ভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪শ ১৩ জন পুরুষ এবং ৩শ ৭ জন নারী।

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা (বছরভিত্তিক)		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		মোট
অর্থবছর	ব্যাচ সংখ্যা	পুরুষ	নারী	
২০১৭ -১৮	২৮০	৫০৯৯	৩২৯৭	৮৩৯৬
২০১৬ -১৭	২৬০			৭৭৮৫
২০১৫ -১৬	২২৫	-	-	৬৭৪২

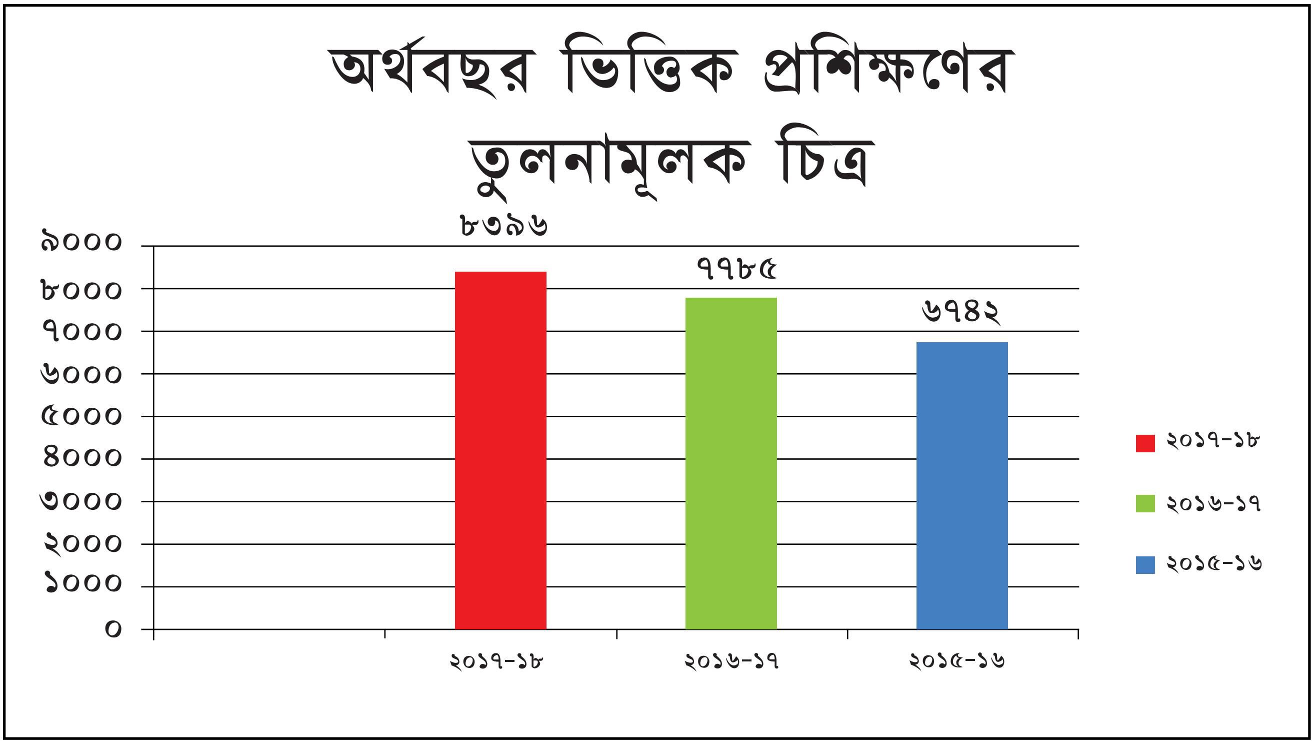

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প-বারটান অংগ এবং বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৮০ ব্যাচে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে ৮ হাজার ৩শ ৯৬ জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫ হাজার ৯৯ জন পুরুষ এবং ৩ হাজার ২শ ৯৭ জন নারী। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৬০ ব্যাচে ৭ হাজার ৭শ ৮৫ জন-কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৭শ ৪২ জনকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-তে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ৪শ ৯০ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) মোট ১৪ হাজার ৭শ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা / মাঠকর্মী, ইমাম/পুরোহিত, এনজিও কর্মী ও কিষাণ-কিষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক স্কুল ক্যাম্পেইন		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		মোট
অর্থবছর	ব্যাচ সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	
২০১৭ -১৮	৪৫		৪৫০০	৪৫০০
২০১৬ -১৭	৬		৬০০	৬০০
২০১৫ -১৬	৩০	-	৩০০০	৩০০০

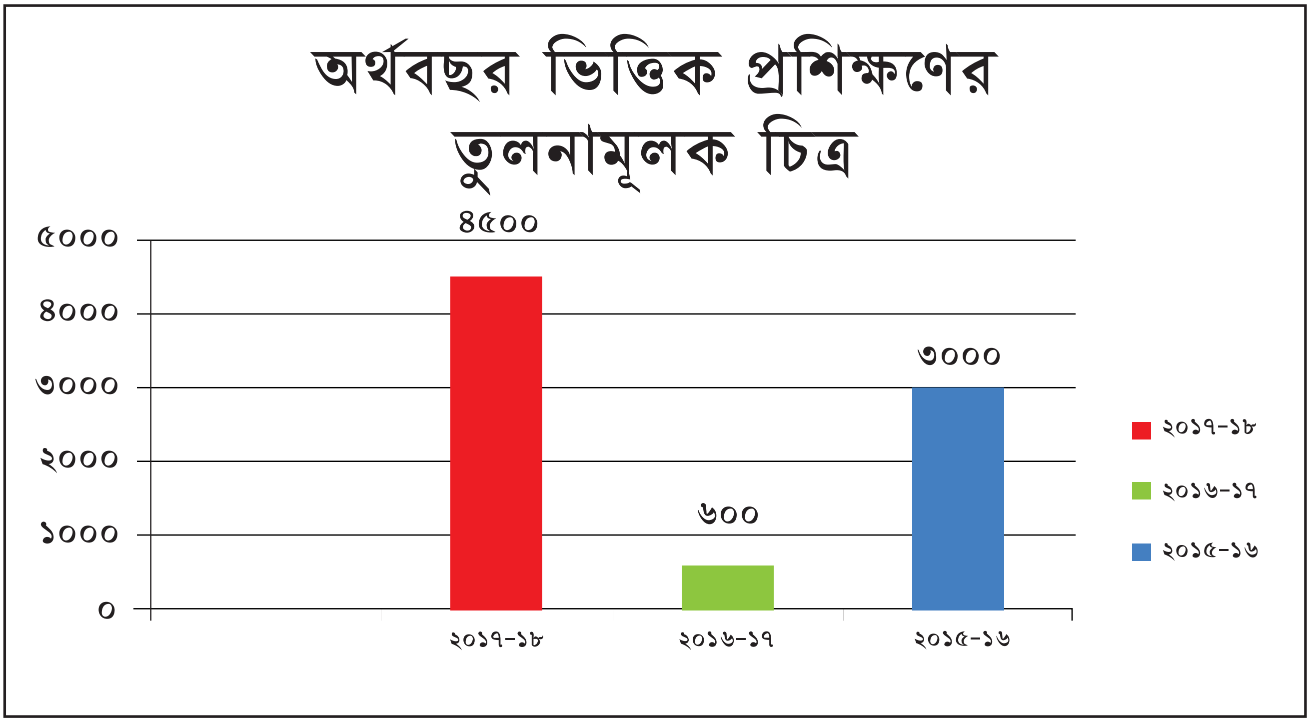

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প-বারটান অংগ- এর আওতায় পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক স্কুল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪৫টি স্কুলে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংখ্যাটি ৬টি স্কুলের ৬শ শিক্ষার্থী পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করে। এর আগে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩০টি স্কুল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয় যাতে ৩ হাজার ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ২০১৮-১৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ৪০টি স্কুল ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাজস্ব খাতের আওতায় বাস্তবায়িত সেমিনার/ওয়ার্কশপ

ক্র নং	সেমিনার/কর্মশালার স্থান	বিষয়	প্রবন্ধ উপস্থাপক	অংশগ্রহণকারী		মোট
				পুরুষ	মহিলা	
০১.	উপ পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা	"খাদ্যদ্রব্য দুষিত হওয়ার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়" শীর্ষক কর্মশালা	ড. মো. মনিরুল ইসলাম, পরিচালক (পুষ্টি), বিএআরসি	৩৮	১০	৪৮
০২.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ঐ	ঐ	৪৩	৭	৫০
০৩.	উপ পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম	ঐ	ঐ	৪২	৮	৫০
০৪.	উপ পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ, সুনামগঞ্জ	ঐ	ঐ	৪৬	২	৪৮
০৫.	উপ পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ,মানিকগঞ্জ	"জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা" শীর্ষক কর্মশালা	ঐ	৪০	১০	৫০
০৬.	উপ পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ, বরিশাল	ঐ	ড. মোহাম্মদ আবদুহু, অধ্যক্ষ, বারটান	৩২	১৬	৪৮
০৭.	উপ পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ, রংপুর	ঐ	ড. মো. মনিরুল ইসলাম, পরিচালক (পুষ্টি), বিএআরসি	৪৬	৪	৫০
০৮.	উপ পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ, রাজশাহী	ঐ	ঐ	৪০	১০	৫০
০৯.	প্রধান কার্যালয়, বারটান	Food and Nutrition For Adolescents	খালেদা আক্তার, প্রিন্সিপাল নিউট্রিশন অফিসার, বারডেম	৩৭	৭	৪৪
১০.	প্রধান কার্যালয়, বারটান	Ensuring Food Safety and Increasing Nutrition To Build Healthy Nation	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র-এর প্রধান বিজ্ঞানী ড. লতিফুল বারী	২৪	৯	৩৩
			সর্বমোট	৩৮৮	৮৩	৪৭১

রাজস্ব খাতের আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে 'খাদ্যদ্রব্য দুষিত হওয়ার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়' শীর্ষক ০৪টি এবং 'জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা' শীর্ষক ০৪টি সেমিনার-এর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও Food and Nutrition For Adolescents বিষয়ে ০১টি এবং Ensuring Food Safety and Increasing Nutrition To Build Healthy Nation শীর্ষক ০১টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত ১০টি সেমিনারে মোট ৪৭১ জন অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ৩৮৮ জন পুরুষ এবং ৮৩ জন নারী। ২০১৮-১৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে পুষ্টি সম্পর্কিত সচেতনতামূলক ৪০টি কর্মশালা আয়োজন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ ও বারটান

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে "২০৩০ এজেন্ডা" এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। আর এসব কর্মকান্ডের মূলমন্ত্র "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)" নীতি অনুসরণ। এই উদ্দেশ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ১৭টি অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বারটান টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর ০৩ টি অভীষ্ট অর্জনে কাজ করবে। সেগুলো নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

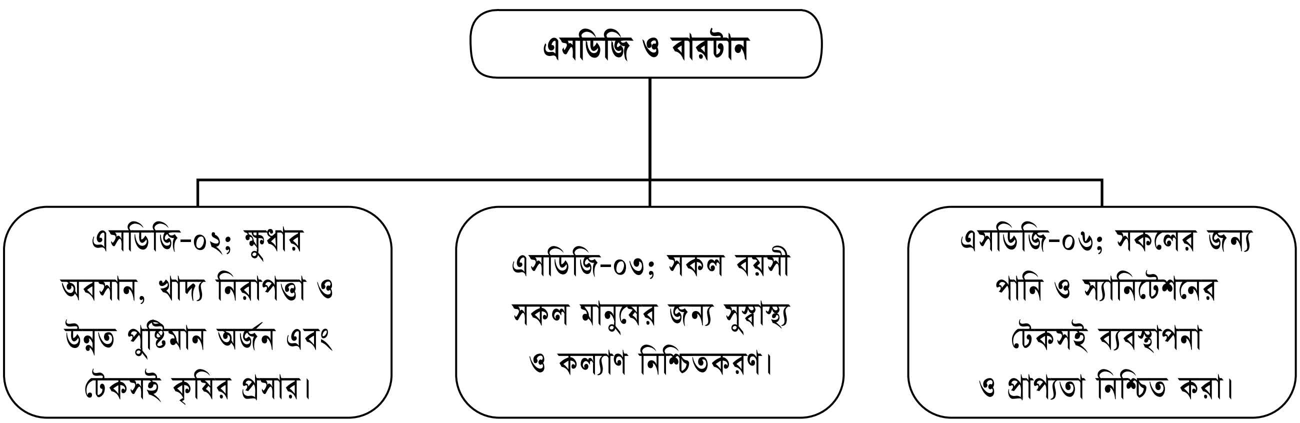

এসডিজি অর্জনে বারটানের কার্যক্রম

অভীষ্ট	বারটানের কার্যাবলি
২.১-২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো। ২.২- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরণের অপুষ্টির অবসান।	➢ জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ। ➢ বিভিন্ন অঞ্চলের পুষ্টি মানচিত্র প্রস্তুতপূর্বক নির্দেশক প্রস্তুত এবং বিশ্লেষণ। ➢ জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ (প্রশিক্ষণ, সেমিনার, স্কুল সচেতনতা ক্যাম্পেইন, রেডিওতে পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার। ➢ প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলোআপ প্রোগ্রাম আয়োজন। ➢ সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়। ➢ গণমাধ্যম ব্যবহার করে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি। ➢ বারটান প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে ল্যাব ও সামাজিক গবেষণা পরিচালনা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বারটান খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ২৮০টি ব্যাচে ৮৩৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনে বাস্তবায়ন করা হয় যাতে ৪৫ ব্যাচে ৪৫০০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। 'খাদ্যদ্রব্য দুষিত হওয়ার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়' শীর্ষক ০৪টি এবং 'জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা' শীর্ষক ০৪টি সেমিনার-এর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও Food and Nutrition For Adolescents বিষয়ে ০১টি এবং Ensuring Food Safety and Increasing Nutrition To Build Healthy Nation শীর্ষক ০১টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত কর্মশালায় কৃষি, মৎস্য, খাদ্য, প্রাণিসম্পদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনাল, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বারডেম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এসিআই (প্রাণি সম্পদ), হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, আইপিআরআই, পশু স্বাস্থ্য বিভাগ, এগ্রিপাস লিঃ, আইএনএফপি, ব্রাক ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাক-সবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি মাসে ২টি করে মোট ২৫টি কথিকা সম্প্রচার করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ -এর আওতায় প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা ও গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে খাদ্যমান, পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বারটান-এর প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ ৬৩ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে।

কর্মসম্পাদন সূচক	নির্ধারিত লক্ষ্য	অর্জিত লক্ষ্য
১.১.১ প্রশিক্ষিত ব্যক্তি	৬৩০০	*৮৩৯৬
১.১.২; সেমিনার	১০	১০
১.১.৩; আয়োজিত স্কুল ক্যাম্পেইন	৪৫	৪৫
১.১.৪, স্কুল ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী	৪৫০০	৪৫০০
১.১.৫; সম্প্রচারিত বেতার কথিকা	৩৫	২৫
১.১.৬; আয়োজিত মেলা	১২	১০
২.১.১ নির্মিত অবকাঠামো	১৭	১৭ ✓ (HQ) ০১ টি ✓ (HQ) ০৪ টি ✓ সিরাজগঞ্জ -০২, ✓ রংপুর -০২ ✓ বরিশাল -০২ ✓ সুনামগঞ্জ -০২ ✓ ঝিনাইদহ -০২ ✓ নেত্রকোনা -০২

*বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮-তে ৬ হাজার ৩শ জনকে খাদ্য ভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। বারটান-এর রাজস্ব খাত, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যম পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) এবং বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ৮ হাজার ৩শ ৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৭-২০১৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে 'খাদ্যদ্রব্য দুষিত হওয়ার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়' শীর্ষক ০৪টি এবং 'জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা' শীর্ষক ০৪টি সেমিনার-এর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও Food and Nutrition For Adolescents বিষয়ে ০১টি এবং Ensuring Food Safety and Increasing Nutrition To Build Healthy Nation শীর্ষক ০১টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সর্বমোট ১০টি সেমিনার-এর আয়োজন করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্কুলে ৪৫টি পুষ্টি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং উক্ত স্কুল ক্যাম্পেইনে ৪ হাজার ৫শ জন ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করবে। এ লক্ষ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে। বেতারে পুষ্টি বিষয়ক ৩৫টি বেতার কথিকা সম্প্রচার করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও ২৫টি বেতার কথিকায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। পুষ্টি ও খাদ্য সংশ্লিষ্ট ১২টি মেলায় অংশগ্রহণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও ১০টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় নির্মিতব্য বারটান প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ১৭টি অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল যা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে ০৫টি, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রে ০২টি, রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রে ০২টি, বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রে ০২টি, সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রে ০২টি, ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কেন্দ্রে ০২টি ও নেত্রকোনা আঞ্চলিক কেন্দ্রে ০২টি অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১১ জুলাই' ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বারটান-এর সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) অনুমোদন ও যানবাহনসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অফিস সরঞ্জামাদি 'টিওএন্ডই'তে অন্তর্ভূক্তকরণ;
- খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণ পূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) ও বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বেতার, শিক্ষা বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) Collaboration-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে বাস্তবায়ন করে থাকে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ২৬০টি ব্যাচে ৭৭৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধি, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পুরোহিত, স্থানীয় সমাজ কর্মী, ইমাম, এনজিও প্রতিনিধি ও কিষাণ-কিষাণী অংশগ্রহণ করেন; এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসে মেলা, কর্মশালা ও ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়। যা চলমান;
- খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানব দেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাক-সবজী ও ফলমূলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা বাস্তবায়ন: এ বিষয়ে ৪টি কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত কর্মশালায় কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা মোট ১৬০ জন অংশগ্রহণ করেন;
- বিভিন্ন দিবস উদযাপনঃ উল্লেখিত অর্থ বৎসরে বিশ্ব খাদ্য দিবস, মৌ মেলা, উন্নয়ন মেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, বৃক্ষ মেলা, এবং ফল মেলা উদযাপন করা হয়। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ে ৬টি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়। এতে ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে;
- গণমাধ্যমের সাহায্যে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিঃ গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাক-সবজী ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি মাসে ২টি করে মোট ২৪টি কথিকা সম্প্রচার করা হয়;

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ):

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ হতে জুন'২০১৯ পর্যন্ত ০৭.০০ (সাত কোটি) টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা এর কনফারেন্স রুমে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ০৫ দিন ব্যাপী ০৬ (ছয়) ব্যাচের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণে মোট ১৮০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও কৃষি তথ্য সার্ভিস এর ৯ম/তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, দেশের ৩২টি উপজেলার ৩২টি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ৩২০০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন; প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১.৬০ (এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকা তন্মধ্যে মোট ব্যয় ১৫৮.৮৪ (এক কোটি আটান্ন লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা। ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.২৭%।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বারটান এর সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) অনুমোদন ও যানবাহনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্বাহী পরিচালকের জন্য ০১টি জিপ, ০৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ এবং প্রধান কার্যালয়ে জন্য ১৬ সিটের ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।
- 'খাদ্যদ্রব্য দূষিত হওয়ার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়', 'জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা', Food and Nutrition for Adolescence এবং Ensuring Food Safety and Increasing Nutrition to Build Healthy Nation শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার/কর্মশালা কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত কর্মশালায় কৃষি, মৎস্য, খাদ্য, প্রাণিসম্পদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনাল,কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বারডেম,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এসিআই (প্রাণি সম্পদ), হর্টেং ফাউন্ডেশন, আইপিআরআই,পশু স্বাস্থ্য বিভাগ, এগ্রিপাস লিঃ, আইএনএফপি, ব্রাক ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- বিভিন্ন দিবস উদযাপন: উল্লেখিত অর্থ বৎসরে বিশ্ব খাদ্য দিবস, মৌ মেলা, উন্নয়ন মেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, বৃক্ষ মেলা, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত পুষ্টি মেলা ও ফল মেলা উদযাপন করা হয়। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনে বাস্তবায়ন করা হয় যাতে ৪৫ ব্যাচে ৪৫০০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।
- গণমাধ্যমের সাহায্যে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি: গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাক-সবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি মাসে ২টি করে মোট ২৫টি কথিকা সম্প্রচার করা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এ ০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্প তিনটি হচ্ছে :

(১) বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।

(২) "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক প্রকল্প (বারটান অংগ)।

(৩) ইনক্রিজিং ফুড এন্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি এট সুনামগঞ্জ হোমস্টিড এরিয়া অব বাংলাদেশ।

বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

- প্রকল্পটি জুলাই'২০১৩ হতে জুন'২০১৯ পর্যন্ত ৩৩২.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত জমিতে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন, ডরমিটরি ভবন, স্কুল ও কলেজ ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন ও মসজিদ নির্মাণ এবং সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, রংপুর (পীরগঞ্জ) ও সুনামগঞ্জ ও নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্রের অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত জমিতে অফিস ভবন, ডরমিটরি ভবন ও প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জমিতে নির্মাণাধীন অফিস ভবনের পার্শ্বে আরও৩.৫০ একর, নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য সুবর্ণচর উপজেলার চরমজিদ মৌজায় ১০.১০ একর এবং বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমিতে নির্মাণাধীন অফিস ভবনের পার্শ্বে আরও ৩.৩৯ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫৫৫০.০০ (পঞ্চান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা তন্মধ্যে মোট ব্যয় ৫৫৪০.৪২ (পঞ্চান্ন কোটি চল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা। ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.৮৩%।
- বারটানের অধিগ্রহণকৃত জমিরবাউন্ডারি ওয়ালের বাহিরে তালগাছ এবংবাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরে চারদিকে বিভিন্ন ফলজ বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানোর কার্যক্রম চলমান;
- বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ৫.৩৯ একর জমিতে নির্মাণাধীন অফিস ভবনের পার্শ্বে আরও ১৬.৫০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান;

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ২০ জুন/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	জেলার নাম / স্টেশন	কাজের নাম	ভৌত অগ্রগতি (২০জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	কার্য সমাপ্তির তারিখ
১	নারায়ণগঞ্জ (আড়াইহাজার)	প্রধান কার্যালয়ের ৪র্থ থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত অফিস ভবন নির্মাণ	৩০%	২৭/০৪/২০১৯
২	নারায়ণগঞ্জ (আড়াইহাজার)	প্রধান কার্যালয়ের ডরমিটরি ভবন (৫ম তলা এবং অন্যান্য কাজ)নির্মাণ	৯৫%	২৭/০১/২০১৯
৩	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় মাটি ভরাট	৫০%	০৪/০২/২০১৮
৪	বরিশাল	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৩য় তলা প্রশিক্ষণ ভবন ও ডরমিটরি নির্মাণ	৯০%	১৭/০৮/২০১৭
৫	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৩য় তলা প্রশিক্ষণ ভবন ও ডরমিটরি নির্মাণ	৯০%	২৩/০৮/২০১৭
৬	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় মাটি ভরাট	২৫%	৩০/০৫/২০১৮
৭	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২য় তলা অফিস ভবন নির্মাণ	১০০%	০৩/১১/২০১৭
৮	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৩য় তলা প্রশিক্ষণ ভবন ও ডরমিটরি নির্মাণ	৮০%	০৩/১১/২০১৭
৯	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২য় তলা অফিস ভবন নির্মাণ	৮৫%	০৯/০৮/২০১৭
১০	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৩য় তলা প্রশিক্ষণ ভবন ও ডরমিটরি নির্মাণ	৭৫%	১৫/০৮/২০১৭
১১	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় মাটি ভরাট (অবশিষ্ট অংশ)	৪০%	১৮/০৬/২০১৮
১২	রংপুর	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৩য় তলা প্রশিক্ষণ ভবন ও ডরমিটরি নির্মাণ	৯২%	১৬/০৯/২০১৭
১৩	রংপুর	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় মাটি ভরাট	৫০%	১৭/০৭/২০১৮
১৪	নোয়াখালী	নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২য় তলা অফিস ভবন নির্মাণ	৫০%	১২/১১/২০১৮

** সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি ৬৩ %।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ হতে জুন'২০১৯ পর্যন্ত ০৭.০০ (সাত কোটি) টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা এর কনফারেন্স রুমে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ০৫ দিন ব্যাপী ০৩ (তিন) ব্যাচের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণে মোট ৮৬ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও কৃষি তথ্য সার্ভিস এর ৯ম/তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, দেশের ৪৫টি উপজেলার ৪৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ৪৫০০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন; প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১.৬০ (এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকা তন্মধ্যে মোট ব্যয় ১৬৯.১৫ (এক কোটি উনসত্তর লক্ষ পনের হাজার) টাকা। ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.৫%।

গবেষণা

ইনক্রিজিং ফুড এন্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি এট সুনামগঞ্জ হোমস্টিড এরিয়া অব বাংলাদেশ (২০১৭-১৮)

সুনামগঞ্জ হোমস্টিড এরিয়ার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ১০১৫টি ফার্ম ফ্যামিলির বেসলাইন সার্ভের তথ্য উপাত্ত সমূহের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রতিটি ফার্ম ফ্যামিলির মোট ১০১৫টি পুষ্টি প্লেট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৫০০টি পরিবারকে সবজি বীজ ও ফলের চারা সরবরাহ করা হয়েছে ও প্রতিটি (৫০০টি) পরিবার হতে একজন করে সর্বমোট ৫০০ জনকে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বা ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচীটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হবে।

১) বাড়ীর আঙ্গিনায় শাকসবজি ও পুষ্টি সমৃদ্ধ গাছ লাগানোর ফলে কৃষকগণ পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে উৎসাহিত হবে।

২) প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে মহিলা ও কিশোর কিশোরীদের সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষিত করা হলে। তাঁদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন হবে এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা হ্রাস পাবে।

৩) উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (চারা-কলম উৎপাদন ও বিক্রয়) নিয়োজিত করলে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি বিস্তার সম্ভব হবে এবং নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণে কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টির কার্যক্রম গড়ে উঠবে।

গবেষণাধীন এলাকায় সম্পাদিত কাজের বিবরণ

- সুনামগঞ্জ হাওর হোমস্টিড এলাকায় কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তার ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।
- হাওর হোমস্টিড এলাকায় পুষ্টি মডেল বাগান উন্নয়ন।
- কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টি কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে হাওর হোমস্টিড এলাকায় পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা হ্রাসকরণ।
- আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হোমস্টিড এলাকার অনূর্ধ্ব ০৫ বছর বয়সী শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীদের পুষ্টিস্তরের উন্নয়ন হবে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৮ খ্রিঃ -এর ১২ জুন স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

- সমন্বিতকৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ৩০০ জন ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাকে পুষ্টি বিষয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ৪৯০ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) মোট ১৪৭০০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/মাঠকর্মী, ইমাম/পুরোহিত, এনজিও কর্মী ও কিষাণ-কিষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের প্রভাব/খাদ্য দ্রব্য দূষিত হওয়ার কারণ ও প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতামূলক ৪০টি কর্মশালা আয়োজন;
- পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ৪০টি স্কুল ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন;
- নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় বারটান প্রধান কার্যালয়ের ১০ তলা বিশিষ্ট একটি অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ এবং ৬ তলা বিশিষ্ট ৩টি ভবনের মধ্যে ২ তলা বিশিষ্ট ১টি ভবনের (ট্রেনিং বিল্ডিং) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ, ১টি ভবনের (ডরমিটরি বিল্ডিং) ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ এবং অন্য ১টি ভবনের (স্কুল ও কলেজ বিল্ডিং) ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ;
- নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্রের ৬ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবনের ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ;
- উল্লেখিত প্রত্যেকটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের ৬ তলা বিশিষ্ট ট্রেনিং ও ডরমিটরি ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ;
- বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- প্রধান কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জে একটি ৬ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন এবং মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ;

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র

জাতীয় ফল মেলা ২০১৮-তে বারটান স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় পুষ্টি মেলায় বারটান-এর সম্মানিত পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব কাজী আবুল কালাম, অধ্যক্ষ জনাব ড. মোহাম্মদ আবদুহু, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ: দা:) জনাব জ্যোতি লাল বড়ুয়া-সহ বারটান-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র

স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আনন্দ শোভাযাত্রায় বারটান-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দর সঙ্গে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সদ্য বিদায়ী সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মইনুদ্দীন আবদুল্লাহ ও বারটান-এর নিবাহী পরিচালক মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়)

বারটান আয়োজিত প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র

জাতীয় মৌ মেলা ২০১৮-তে বারটান স্টলে লিফলেট ও পোস্টার দেখছেন দর্শনার্থীরা

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮-তে বারটান পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব কাজী আবুল কালাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ:দা:) জনাব জ্যোতি লাল বড়ুয়া-সহ বারটান-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র

বারটান-এর প্রধান কার্যালয়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র-এর প্রধান বিজ্ঞানী ড. লতিফুল বারী।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন বারডেম-এর প্রিন্সিপাল নিউট্রিশন অফিসার জনাব খালেদা খাতুন।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন বারটান-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো: মাকছুদুল হক।

বারটান-এর নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন বারটান-এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: মোশারফ হোসেন।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি-তে বারটান-এর নবনিযুক্ত উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের খণ্ডচিত্র

পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতার জন্য বারটান পরিচালিত স্কুল ক্যাম্পেইনের খণ্ডচিত্র

প্রশিক্ষণ

অতিরিক্ত পরিচালক, ঢাকা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর কার্যালয়ে বারটান পরিচালিত খাদ্য ভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় বারটান পরিচালিত প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ

সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলায় বারটান পরিচালিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কিষাণ-কিষাণী।

ফরিদপুরের মধুখালীতে বারটান পরিচালিত খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কিষাণ-কিষাণীদের একাংশ।

প্রশিক্ষণ

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় বারটান পরিচালিত খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ইউপি সদস্য, স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক, ইমাম/পুরোহিত, এনজিও কর্মী ও অন্যান্য-দের একাংশ।

মাগুরা সদর উপজেলায় বারটান পরিচালিত খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের একাংশ।

প্রশিক্ষণ

বারটান প্রধান কার্যালয়ে ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ।

বারটান প্রধান কার্যালয়ে ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণে (ToT) আদর্শ রন্ধন প্রণালী সম্পর্কে ধারণা দেয়া হচ্ছে।

অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র

নির্মাণাধীন ১০-তলা অফিস ভবন, বারটান সদর দপ্তর, আড়াইহাজার

প্রশিক্ষণ ভবন, বারটান সদর দপ্তর, আড়াইহাজার

অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র

স্কুল ও কলেজ ভবন, বারটান সদর দপ্তর, আড়াইহাজার

ডরমিটরি ভবন, বারটান সদর দপ্তর, আড়াইহাজার

অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র

অফিস ভবন, ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন, ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কেন্দ্র

অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র

অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্র

অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র

অফিস ভবন, সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন, সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্র

অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র

অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন, রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন, রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র

অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র

অফিস ভবন, বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন, বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্র

অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র

অফিস ভবন, নেত্রকোনা আঞ্চলিক কেন্দ্র

বাউন্ডারি ওয়াল, নেত্রকোনা আঞ্চলিক কেন্দ্র

অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র

অফিস ভবন, নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের কলামের কাজ, নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্র

উপসংহার

বাংলাদেশ ইতিমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, বর্তমান সরকার সবার জন্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টির (ফলিত পুষ্টি) উপর জোর দিচ্ছে। এই উদ্দেশ্যেই সরকার বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) গঠন করেছে। ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় প্রধান কার্যালয়সহ সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, ঝিনাইদহ, বরিশাল, নোয়াখালী, সিরাজগঞ্জ ও রংপুরে ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ ৬৩ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে। আড়াইহাজারে ১০০ (একশত) একর জমির উপর নির্মাণাধীন প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। প্রধান কার্যালয়ে গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ সেন্টার, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ক ডিপোমা ও উচ্চ শিক্ষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র, মাঠ গবেষণাগার ও খামারসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তারা বর্তমানে কর্মরত আছেন। খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণে দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, মেধা বিকাশ ও শারীরিক গঠনে সহায়ক হবে। সর্বোপরি জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী, সুস্থ ও উন্নত জাতি গঠনে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

কৃষি মন্ত্রণালয়

সেচ ভবন, চতুর্থ তলা, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.birtan.gov.bd